সমকাল

তারিখ 05 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ভর্তি ফি নিয়ে অসন্তোষ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। শিক্ষার্থীদের ড্রেস, সোয়েটার স্কুল থেকে কেনা এবং স্কুলেই কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক রেবেকা সুলতানার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, সেশন চার্জ, স্কুল ড্রেস, সোয়েটারসহ মোট ভর্তি ফি ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৩২১ টাকা। অথচ স্কুলের প্রকৃত ভর্তি ফি বা সেশন চার্জ এক হাজার ২৬১ টাকা। বাকি টাকা স্কুল ড্রেসের কাপড় এবং সোয়েটারের জন্য। তা ছাড়া কোচিং ফি ধরা হয়েছে দেড় হাজার টাকা। অথচ সরকার কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ থেকে এ স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। ফলে অভিভাবকরা কী করবেন, তা বুঝতে পারছেন না।

স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বলেন, একটি সরকারি স্কুলে এত টাকা দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে বলে অনেক অভিভাবকই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

নবম শ্রেণীতে ভর্তি হবে এমন এক শিক্ষার্থীর মা বলেন, তার মেয়ে এ স্কুল থেকে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে। এখন তার মেয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হবে। স্কুল থেকে তাদের ভর্তি হওয়ার জন্য তিন হাজার ৩২১ টাকা নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। অথচ অষ্টম শ্রেণীতে সেশন ফি ছিল এক হাজার ২০০ টাকার মতো। তা ছাড়া যারা উপবৃত্তি পেত, ওইসব শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন ছিল ১১৫ টাকা। আর যারা উপবৃত্তি পেত না, তাদের বেতন ছিল ১২৫ টাকা। গত বছরেও প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে কোচিং বাধ্যতামূলক করেছিলেন। কিন্তু অনেক অভিভাবক তাতে রাজি হননি। গত বছরের মতো চলতি বছরেও স্কুলে কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্কুল থেকে বাধ্যতামূলক স্কুল ড্রেসের কাপড় এবং সোয়েটার কেনা।

নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়

অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চেয়ে যোগাযোগ করা হলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রেবেকা সুলতানা বলেন, ভর্তি বা সেশন চার্জ এক হাজার ২৬২ টাকা। এর বাইরে আর কিছু নেই। যেসব মেয়ে স্কুলে ড্রেস পরে আসে না তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের ভয় দেখানোর জন্য এটা বলা হয়েছে।

যারা নিয়মিত ড্রেস পরে আসে তাদের জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। আর কোচিং সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ভালো ফলের জন্য এটি করা হয়েছে। গত বছর কোচিংয়ের ব্যবস্থা করায় এ বছর জেএসসিতে ভালো ফল করেছে শিক্ষার্থীরা।

যোগাযোগ করা হলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) শাহীন আরা বেগম বলেন, কোনো অভিভাবক এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে আসেননি। কেউ অভিযোগ করলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।